



296429 - যবে ব্যক্তরি পায়রে ফাটার মধ্যম ময়লা রয়েছে তার পছিনে নামায আদায় করার হুকুম

প্রশ্ন

পায়রে ফাটার ভেতরে অনেকে ময়লা থাকা সংক্রান্ত আপনাদের ফতোয়াটি আমি পড়ছি। সখোনে আপনারা বলছেন: ময়লা বেশি হলে সটো দূর করা আবশ্যিক; অল্প হলে মার্জনীয়। কিন্তু আমাদের মসজিদে ইমামের পায়ের অনেকে ময়লা। তার পছিনে আমার নামায পড়া কিসহি হবে? যদি তিনি হুকুম না জানেন তাহলে তার পছিনে আমার নামায পড়ার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওযুর অঙ্গে পানি পড়েছে তা যা কিছু বাধা দেয় সটো দূরীভূত করা আবশ্যিক; যাতে করে আল্লাহ যতোবে অঙ্গটি ধৌত করার নরিদশে দিয়েছেন সটো বাস্তবায়িত হয়। কোন কোন আলমেরে নকিট যা কিছু দূরীভূত করা কষ্টকর যমেন নখরে নীচরে ময়লা ও পায়রে ফাটার ভেতরে ময়লা সগেলো মার্জনীয়।

"মাতালবি উলনি নুহা" গ্রন্থে (১/১১৬) বলেন: "নখরে নীচরে সামান্য ময়লা বা এ জাতীয় কিছু (যমেন নাকরে ভেতরে প্রবেশকৃত কোন বস্তু) কোন ক্ষতি করবে না। এমনকি সটো যদি পানি পড়েছে তা বাধা দেয় তবুও। যহেতে এটি সচরাচর ঘটে থাকে। যদি এর কারণে ওযু অশুদ্ধ হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্পষ্ট করে দতিনে। যহেতে স্পষ্টীকরণ প্রয়োজনের সময়ের পরে আসা জায়যে নয়। শাইখ তাকী উদ্দনি এর (তথা সামান্য ময়লার) অধিকৃত করছেন সকল সামান্য বস্তুকে যা পানি পড়েছে তা বাধা দেয়; যমেন শরীরের কোন অঙ্গে লগে থাকা রক্ত ও আটার খামরি। তিনি নখরে নীচরে উপর এটাকে কয়াস করে এ অভিমত নরিবাচন করছেন। এর অধিকৃত হবে শরীরের কোন অঙ্গে যে ফাটা থাকে সটোও"।[সমাপ্ত]

"হাশিয়াতুর রাওয" গ্রন্থে (১/২০৪) বলেন: "যমেন নাকরে ভেতরে প্রবেশকৃত কোন বস্তু যা পানি প্রবেশে প্রতবিন্দকতা তরৌ করে। এমন ব্যক্তরি পবিত্রতা অর্জন শূদ্ধ। এটি মুওয়াফফাক ও অন্যান্যদের নরিবাচতি অভিমত।

"ইনসাফ" গ্রন্থে এ অভিমতকে সঠিকি বলা হয়েছে। শাইখ বলেন: শরীরের অঙ্গসমূহের কোন অংশে সামান্য ময়লা থাকলে সগেলো এবং দুই পায়রে ফাটার ভেতরে ময়লা থাকলে সটোও মার্জনীয়। এর অধিকৃত করা হয়েছে প্রত্যকে সামান্য জনিসি যা শরীরের যে স্থানে রয়েছে সখোনে পানি পড়েছে তা বাধা দেয়। যমেন- রক্ত, খামরি ইত্যাদি। তিনি এ অভিমতটি নরিবাচন করছেন"।[সমাপ্ত]



অতএব, দুই পায়রে ফাটার ভেতরে যে ময়লাগুলো থাকে সেটো মার্জনীয়; যদি ধরে নেয়া হয় যে, আসলহে ময়লা রয়েছে। আর হতে পারে সেটো রঙ পরবর্তন হয়ে গেছে এমন চামড়া; ত্বকে পানি পৌঁছতে বাধা দিয়ে এমন ময়লা নয়।

সুতরাং এমন ইমামেরে পছন্দে নামায আদায় করা সহি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।